বিচিত্র ভ্রমণ কথা

▣ বিজন দেব

॥ ১ ॥

বেড়ানোর কথা উঠলেই আমরা সবাই যেন একটু অন্যরকম মানুষ হয়ে যাই। রোজকারের সেই একই রুটিন, দায়িত্ব, পরিচিত চেহারা, রাস্তাঘাট আর প্রিয় অপ্রিয় ঘটনাবলীর মাঝে একটু বেড়ানোর গল্প, কোথাও কিছুদিনের জন্য ঘুরে আসার ইচ্ছা- আমাদেরকে পাগল করে তুলে। সেই একই ঘরকুনো মানুষ ভ্রমণের ডাকে পিঠে ঝোলা বেঁধে যেন কোন বিশ্বপর্যটক ! কোন রমতা যোগী ভ্রমণের নেশায় চোখে রোদ চশমা দিয়ে জিনস্ পরিহিত কোন অস্থির যুবক। ভ্রমণের নেশা বড়ই বিষম নেশা। ঘরের নিরিবিলি একান্ত আশ্রয় থেকে গৃহবাসীকে টেনে হিচঁড়ে রাজপথে নামিয়ে তার শান্তি। প্রভিডেন্ড ফান্ডের জমানো টাকার দফারফা করা কিংবা সারা মাস আলু ভাত খেয়ে সঞ্চিত অর্থের গঙ্গাপ্রাপ্তির মূল হোতা হল এই - 'একটু বেড়িয়ে আসা'।

তবু আমরা ভ্রমণবিনাশী নই, ভ্রমণ বিলাসী হতে চাই। আমাদের রক্ত মাংসে, অস্থিতে, মজ্জায় বেড়ানোর পাগল করা নেশা। আমরা ঘরে-বাইরে কাঙাল, হিসাবে অকপট লাচার, কিন্তু বেড়াতে গেলে সেই একই মানুষ যেন এক একজন খরচিয়ে মহারাজ।

॥ ২ ॥

ভ্রমণের মহিমার কথা বলে শেষ হয় না। দশদিনের বেড়ানোর গল্প আমরা দশ বছর ধরে করি। সুযোগ পেলেই হল - কথক আর শ্রোতার তালমিল দেখার মত। একজন শেষ করার আগেই অন্যজনের শুরু, আর অন্যজন দীঘা নিয়ে মঞ্চে অবতীর্ণ হবার আগেই আরেকজন পুরী সিরিজ নিয়ে আসর মাতাতে হাজির। হাউসফুল। সবাই যেন আমরা শঙ্কু মহারাজের চেলা। হিমালয় ভ্রমণ নাইবা হল - কিন্তু টাইগার হিলে কনকনে ঠান্ডায় মেঘলা আকাশে সূর্যোদয় আর শত কি:মি: দূরের কাঞ্চনজঙ্ঘার দেখা না মিললেও আমাদের কোন হতাশা নেই। এই অদেখা আর কিঞ্চিৎ দর্শনই আমাদের গল্পের ঝুলি ভরে রাখে। এতেই অনেকদিনের রসদ জমে যায়। সময় বুঝে সুযোগ দেখে ব্যবহারের মহিমায় আমরাই তো ভূ-পর্যটক, পবর্ত আরোহী। নভঃচর, সমুদ্রযাত্রী কিংবা অরণ্যচারী। আমরাই সব। বাড়ির পাশে আরশিনগরে আমাদের মন নেই। মন পড়ে থাকে কোন সুদূর পিয়াসীর তরে।

॥ ৩ ॥

বাংলা সাহিত্যে ভ্রমণবিষয়ক লেখালেখির একটা বিশেষ মর্যাদা আছে। স্বয়ং

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এক বিষয়ে আমাদের পথ দেখিয়েছেন। আর এই গরিমার ঐতিহ্যকে অনেকটাই বেকায়দায় ফেলে এক সাধারণ ভ্রমণযাত্রী হিসাবে আমার বেড়ানোর অভিজ্ঞতা থেকে দু-একটা ঘটনার কথা লিখব ভেবেছি। একটু অন্যরকম ঘটনার কথা, যা সাধারণত ভ্রমণ কাহিনীতে স্থান পায় না। তবু লিখে রাখার তাগিদ জাগে। কেননা সব কিছু নিয়েই আমাদের সাধের, আহ্লাদের 'ট্যুর এন্ড ট্র্যাভেলস্ - ভ্রমণকথা'।

॥ ৪ ॥

সাল ২০১০। যাব হিমাচলপ্রদেশের ধর্মশালায়। সেখান থেকে ম্যাকলডগঞ্জ। ধর্মশালা থেকে অনেকটা উপরে - আরেকটা শৈল শহর। দলাইলামা সদলবলে এখানেই থাকেন। তিব্বতী কলোনী। বিখ্যাত তিব্বতী মোমো এখানেই পাওয়া যায়। পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে সুন্দর সাজানো গুছানো শহর। প্রচুর দেশী-বিদেশী পর্যটকের ভিড়ে প্রাণচঞ্চল।

পাঞ্জাবের পাঠানকোট শহরে আমার জম্মু-তাওয়াই এক্সপ্রেসের বিরতি। এখান থেকেই ধর্মশালার বাস ধরতে হয়। যথারীতি তাই করলাম। প্রায় চার ঘন্টার রাস্তা। ধর্মশালা পৌঁছে ছোট গাড়িতে ম্যাকলডগঞ্জ। পৌঁছতে পৌঁছতে সন্ধ্যা। একা মানুষ। আগে থেকে হোটেল বুক করে রাখার প্রয়োজন বোধ করি নি। কিছু একটা খোঁজে নিলেই হবে। জগিওয়ারা রোড। প্রায় সব হোটেল এখানেই। হোটেলের জমক দেখে আমার সাথে মানানসই কোন সস্তার হোটেল খুঁজতে হাঁটা দিলাম। ডানে-বায়ে হোটেলের বাজার। দেখে দেখে ঢুকে পড়লাম। হোটেল 'প্রিয়দর্শিনী'।

"সিঙ্গল রুম হ্যাঁ ?"

"হ্যাঁ। আপ কাহাসে হ্যাঁ ?"

"নর্থ-ইষ্ট।"

'কোনসা স্টেট ?"

"ত্রিপুরা।"

"ক্যায় আপ বাঙালী হো ?"

"হ্যাঁ জী।"

এইবার বছর তিরিশের হিমাচলী হোটেলকর্মীর মুখ থেকে সমস্ত আলো এক লহমায় নিভে গেল। মনে মনে প্রমোদ গুনলাম। এমনিতে ভারতের বেশকিছু ভ্রমণস্থলে গিয়ে বোঝতে পেরেছি ত্রিপুরা বলে কোন রাজ্য আছে বলে অনেক পন্ডিত ব্যক্তিরাই জানেন না। আর সাধারণ মানুষের কথা তো ছেড়েই দিন।

কিন্তু এই 'প্রিয়দর্শিনী' হোটেলের সমস্যাটা ঠিক কাকে নিয়ে বোঝতে পারলাম না। 'নর্থ-ইষ্ট', 'ত্রিপুরা' না 'বাঙালী'....

"হামলোগ বাঙালী আদমিলোগকো রুম নেহি দেতে। সরি"

দুইগালে কে যেন সজোরে থাপ্পড় কষালো। অহিংসার শহরে এসে হঠাৎ রক্তাক্ত হলাম। মনে হল ম্যাকলডগঞ্জে নিজের জন্য হোটেল রুম খোঁজার এখানেই ইতি। এইবার যথার্থই 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি'।

কিন্তু হে বালক ! কেন ? কেন এই শপথ ? কিউ, কিউ, কিউ.....

"এই শহরে প্রচুর বিদেশী পর্যটক আসেন। বৌদ্ধ ধর্মের ধর্মগুরু দলাইলামার টানে। অন্যান্য ভ্রমণস্থল থেকে এই স্থানটা একটু আলাদা। বৌদ্ধ ধর্মের মূল বিষয় নীরবতার অনুশীলন এখানে সর্বত্র। তাই বিদেশীরা এসে প্রথমেই বুঝে নিতে চায় হোটেলের নির্জনতা, তার নীরবতাকে এবং প্রয়োজনে অতিরিক্ত ভাড়া দিতেও তারা প্রস্তুত। কিন্তু সমস্যা তৈরী কের বাঙালী পর্যটকেরা। মানা করা সত্ত্বেও মদ খেয়ে নেচে গেয়ে হোটেল মাথায় তুলে তারা। চুপচাপ থাকার ব্যাপারে বাঙালীরা বেজায় কুখ্যাত। তাই বিদেশীরা হোটেলে রুম বুক করতে এলেই আগে জানতে চান - কোনও 'বংগালী' হোটেলে রুম নিয়ে আছে কি না।"

- ('প্রিয়দর্শিনী' হোটেলের রিসেপসনিস্টের বয়ানটা মোটামুটি অক্ষত রাখার চেষ্টা করেছি।)

॥ ৫ ॥

চমৎকার শহর মহারাষ্ট্রের ইগতপুরি। মুম্বাই থেকে প্রায় ২০০ কিমি আগের স্টেশন। মেইন লাইন। কালো পাহাড়ে চারদিক ঘেরা। এই ছোট্ট শহরে দশদিনের বিপাসনার শিবির শেষ করে মুম্বাইগামী ট্রেনে উঠে পড়লাম। ২০০৯ সালের নভেম্বর মাস, রবিবার। হাতে একদিন সময় আছে। পরের দিন ভোরে ঔরঙ্গাবাদের ট্রেন। অজন্তা ইলোরা দেখার শখ। তাই ঠিক করলাম রবিবার কোন ট্যুরিস্ট বাসে মুম্বাই শহরটা ঘুরে দেখা যাক। সাথে অঙ্কুরজি, শিবিরে পরিচয় হওয়া মুম্বাইকার। আমার লোকেল গাইড।

সি এস টি স্টেশনে নেমে মহারাষ্ট্র ট্যুরিজমের অফিসে গিয়ে জানতে পারলাম সাইট সিয়িং ট্যুরিস্ট বাসগুলি অনেক আগেই বেড়িয়ে গেছে। আগত্যা স্টেশনের বাইরে একটা বাসে উঠে বসলাম। রেট ১০০ টাকা। মুম্বাই শহরের কিছু দর্শনীয় স্থান ঘুরে দেখাবে। আমাকে জন অরণ্যে একা ছেড়ে অঙ্কুরজী ঘরে ফেরার বাস ধরল। টানা ১২ দিন পর ঘরবাপসি।

রবিবারের হাল্কা ভিড় ঠেলে বাস ধীরে ধীরে চলতে শুরু করল। বাসের কন্টাকটারই আমাদের গাইড। একে একে হোটেল তাজ, গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়া, আরবসাগরে নোঙর ফেলে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকা বিজয় মাল্যের দুধসাধা বিলাসী বজরার মোহ ছেড়ে আমরা রওনা দিলাম জুহু বিচের দিকে।

এদিকে বাসে নিজের সিট ছেড়ে এসে বসলাম ড্রাইভারের সাথে একটু গল্প জমানোর উদ্দেশ্যে। আশোকজি বাসের চালকের নাম। বাড়ি নাসিক। বছর তিরিশের যুবক। পরিশ্রমী, সুঠাম শরীর, একমাথা কোঁকড়ানো চুল। সাত বছর ধরে মুম্বাই শহরে বাস চালক। রাতে বাসের মধ্যেই ঘুম। বাসই ঘর-বাড়ি সব। মুম্বাইয়ে থাকার জায়গার খুব দাম। বাড়িতে প্রত্যেক মাসে টাকা পাঠাতে হয়। বৃদ্ধ মা, তিন বছরের মেয়ে আর বৌ নিয়ে সংসার। তারা সব নাসিকেই থাকে। সামান্য কিছু জমি আছে। তাতে আঙ্গুর চাষ হয়।

কথা বলতে বলতে জুহু বিচে এসে গেলাম। লোকে লোকারণ্য। হাজারো দোকানের ভিড়ে সমুদ্রের খোঁজ পাওয়া মুশকিল। ভিড় ঠেলে এগিয়ে গেলাম বিচের দিকে। জুতা হাতে নিয়ে ভেজা বালিতে হাঁটাহাঁটি। বাচ্চাদের দৌড়ঝাঁপ, চিৎকার উৎসাহ দেখার মত। পুরো বিচ জুড়েই মেলা। বড় জমজমাট পরিবেশ। হঠাৎ থমকে দাঁড়ালাম। হাঁটতে হাঁটতে একটু বেশি এসে গেছি। এদিকটায় আলো কম। লোকজনও হালকা। আমাদের বাসের চালক আশোকজি একটা বড়পাথরের উপর বসে হাউ হাউ করে কাঁদছে। কি ব্যাপার !

চুপচাপ ওর কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। আমাকে দেখতে পেয়ে আশোকজি নিজে থেকেই জানালো বাড়িতে মেয়ের শরীর খুব খারাপ, পাঁচ-ছয়দিন ধরেই খুব জ্বর। আজ অবস্থা দেখে হাসপাতালে ভর্ত্তি করতে হয়েছে। এদিকে অনেক অনুরোধেও এই সপ্তাহে এক দিনও ছুটি পায়নি মালিকের কাছ থেকে। কাল একদল ট্যুরিস্ট নিয়ে লোনাভালা যাবার অগ্রিম বুকিং। কোনভাবেই ছুটি পাবে না। এদিকে বাড়িতে মেয়ের এই অবস্থা। না গেলেই নয়।

সারাদিন ধরে বাস চালিয়ে হাজারো ব্যস্ততার মাঝে একবারের জন্য নিরিবিলি বসে অসুস্থ মেয়ের কথা ভাবতে পারিনি। এখন জুহুবিচে সমুদ্রের সামনে একটু আড়াল পেতেই মনের সব দুঃখ, যন্ত্রণা, জলের তোড়ের মতো ভেসে উঠল। নিজেকে আর সামলাতে পারেনি আশোকজি।

চোখের সামনে রাতের অন্ধকারে বিস্তৃত আরবসাগরের জল। ডাইনে-বায়ে মুম্বাই নগরীর আলো ঝলমলে স্কাইলাইন।

একটু আনন্দ পেতে বেড়াতে আসা অসংখ্য মানুষের ভিড়ে আমি আর আশোকজি চুপচাপ সাগরের দিকে তাকিয়ে রইলাম। মনে হল কোন শেষ না হওয়া মরুভূমিতে পথ হারিয়ে একটা মানুষ ধীরে ধীরে চোরাবালিতে তলিয়ে যাচ্ছে।

সাথে আমিও।